সূচীপত্র

বই আলোচনা

শকুন্তলার সাথে	অনুত্তরা নন্দন, প্রথম শ্রেণি	১৪
ভূত্‌পতরীর দেশে	রূপকথা ঠাকুর, দ্বিতীয় শ্রেণি	১৫
রাজকাহিনী	অপর্ণা ব্যানার্জি	১৬
সেই যে ওবিন ঠাকুর ছবি লিখতেন	দীপঙ্কর দাস	১৭

প্রবন্ধ

অবন ঠাকুরের অবাক কথা	সব্যসাচী সেনগুপ্ত	১৮
কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে ধরায় আসো	অভিনব গুপ্ত	২৫
ভালবাসার অবু দাদু	ড. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়	২৮
অবনীন্দ্রনাথ ও সুহাসিনী দেবী	শ্যামল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৩২
স্বপ্নের পুরী যেন কোন বনপ্রান্তের	ঊর্মিলা গঙ্গোপাধ্যায়	৩৭
সীমার মাঝে অসীম যে জন	সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়	৫০
ভাষা বৈচিত্র্য ও অবন ঠাকুরের চরিত্ররা	দূর্বা গাঙ্গুলী	৫৬
শান্তিনিকেতনে অবনীন্দ্রনাথ	নলিনীকুমার ভদ্র	৬১

পোর্ট্রেট অঙ্কন

ঋষিত ধর, সপ্তম শ্রেণি	১
আয়ুষী সেন, সপ্তম শ্রেণী	১২
পিয়ালী বিশ্বাস, দশম শ্রেণী	২৫

নাটক

অবনীন্দ্রনাথের ক্ষীরের পুতুল গল্প অবলম্বনে নাটক **'ক্ষীরের পুতুল'**		
নাট্যরূপ প্রদান -	কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়	৬৮

Scanned with OKEN Scanner

হিমাচলের ভৌতিক হোটেল

সাত্বিক মাজি ৮৮

'যে হোটেলেই থাকুন আপনারা, শুধু ব্রাউন হোটেলে যাবেন না।" আমরা দেখলাম যে ব্রাউন হোটেল ছাড়া বাকি সব হোটেলই প্রায় এক মাইল দূরে। এত রাতে আর কে এক মাইল পথ যাবে? তাই আমরা ঠিক করলাম ব্রাউন হোটেলেই রাতটা কাটিয়ে সকালে অন্য আরেকটা হোটেলে শিফট করে যাব। ব্রাউন হোটেলটা দেখতে বেশ পুরনো, সিমেন্টের থেকে ইট বেরিয়ে আসছে, মেন গেটটাতে জঙ পড়ে গেছে, পুরো হোটেলটারই অবস্থা ভীষণ খারাপ। আর কি করা যাবে? রাতটা আপাতত এখানেই কাটাতে হবে।

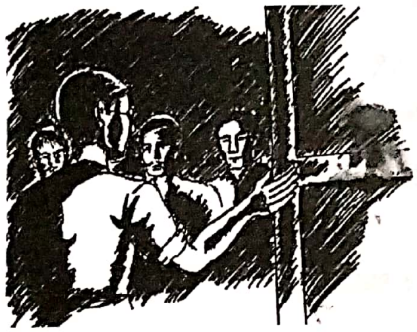

রহস্য না ভুত?

রাণীশা মিত্র ১১১

কথা হতে হতে রিয়া আমায় জিজ্ঞেস করলো – "সুমি, তুই জানিস, কাল রাতে নাকি একজন পথিক জঙ্গলের খুব কাছে একটা রাস্তা দিয়ে একা যেতে গিয়ে বাঘের কবলে পড়ে মারা গেছে?"

আমি বললাম–"সে আবার এমন কি? জঙ্গলের সামনে দিয়ে যেতে গেলে তো যখন তখন একটা হিংস্র পশু এসে মানুষকে খেয়ে ফেলতে পারে!" '

'নারে, ওই লোকটা নাকি এই ঘটনাটা ঘটার কিছুদিন আগে একটা বাঘের পুতুল দেখেছিল স্বপ্নে, হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে উজ্জ্বল দুটো চোখ নিয়ে তাকিয়ে ছিল, তাও আবার রাতে। তবে সকালে উঠে দেখে, যে ওটা স্বপ্ন নয়, সত্যি সত্যিই একটা বাঘ পুতুল টেবিলের ওপর রাখা ছিল!"

ফলের রাজা

ঐক্যায়ন চ্যাটার্জি ৯০

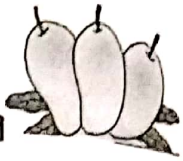

একটি সিংহ ও একটি শেয়াল

রেনেসাঁ চক্রবর্তী

৯৩

এক অদ্ভুত কচ্ছপ

তৌফিক হাসিব মল্লিক

১২৬

উঁকি–ঝুঁকি

অঙ্কিজা চিকি ১১৩

রিথিনগরে চন্দ্র নামে এক রাজা ছিল। তার রাজবাড়িতে ছিল দুটো পোষা ইঁদুর। সকালবেলা উঁকি আর ঝুঁকি নামে ইঁদুর দুটো রাজবাড়ি থেকে বাইরে বের হতো। আবার সন্ধ্যে নামার আগেই রাজমহলে ফিরে আসত। কিন্তু পয়লা মাঘ রাজকন্যা মীনাক্ষীর জন্মদিনে রাজা চন্দ্র ইঁদুরগুলোকে বাইরে যেতে বারণ করে দিয়েছিল। ইঁদুরগুলো রাজমহলে ঘোরাফেরা করছিল। কিছুক্ষণ পর পুরো রাজমহল জুড়ে পরমান্ন, মাংসের গন্ধ ছড়িয়ে গেল।

Scanned with OKEN Scanner

গল্প বলা ছোটবেলা

দুর্ভাগ্য

প্রবাহনীল দাস ১১৫

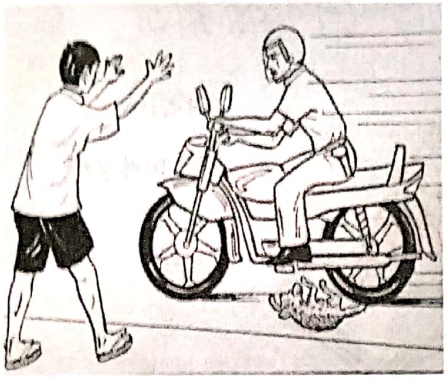

পটকা ছাদে বসে রোদ পোহাচ্ছিল, রোজ দুপুরেই সে তাই করে। হঠাৎ পটকা শুনতে পেল, কে যেন তাকে ডাকছে। নেমে এল পটকা। তাদের বাড়ির সামনের বড় রাস্তাটার উলটো দিক থেকে হাত নেড়ে পটকাকে ডাকছে তার প্রাণের বন্ধু রঞ্জনা। পটকা ইশারা করল, ঘরে মা আছে। রঞ্জনা বলে, "চলে আয়! কেউ দেখছেনা।" মনে মনেই খুব একচোট দোনামোনা করে নিজেকে শান্ত করল পটকা। শুধু একটা রাস্তা পেরোতে হবে, তারপরেই সে নিরাপদ। ভালো করে চোখ চালিয়ে রাস্তাটা দেখে নিল পটকা। কোন অসভ্য ছোকরা, কোনও কুকুরও চোখে পড়ল না। একটা বাইক আসছিল, সেটা বেরিয়ে যেতেই রাস্তাটা পার হতে গেল পটকা। আচমকাই একটা মোটর সাইকেল চাপা পুলিশ তার লেজটা মাড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল পটকা। চিৎকার শুনে পটকার মানুষ দাদা নীলও ছুটে এসেছে। পটকার মা তারস্বরে চিৎকার করছে, "পই পই করে বলেছি, কোন মানুষ রাস্তা কাটলে এগোবি না, একদম না। কিন্তু কে কার কথা শোনে? কর্তা তো ছেলেমেয়েদের দেখেই না, আমাকেই নাজেহাল হয়ে মরতে হয়। শুনে রাখ, যতদিন না যথেষ্ট বড় হচ্ছিস, এক পাও নড়বি না ঘর থেকে, খবরদার।"

ডুডুড়ে কান্ড

ঋত্বিক দাস ১২৪

পাড়ায় সবাই আমার রুপাই বলে ডাকে। পরবর্তীতে আমার বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার ইচ্ছে। বিজ্ঞান বিভাগে তো ভূতের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাইতো সবাই বলে। এ বিষয়ে আমিও খুব বেশি ভেবে দেখিনি। কিন্তু হঠাৎ-ই ছোটো বেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল যেটা আবার ভাবিয়ে তুলেছে।

অবাক কান্ড

ত্রিজল সাহা ১২৩

এক রবিবার দুপুরবেলা বিরাজ নিজের ঘরে বসে রেডিওতে গান শুনতে শুনতে আপনমনে ছবি আঁকছিল আর গুন্ গুন্ করে গানও গাইছিল। হঠাৎ সে শুনতে পেল কে যেন 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

Scanned with OKEN Scanner

ছড়ায় মোড়া ছোট্টবেলা

বাঁদরের শখ	—	দেবৈষিকা সাহা	৯১
শীতকাল	—	সুকন্যা মিত্র	৯২
বন্ধু ও আমি	—	উজান দে	৯২
মা	—	সুজল দাস	১০৩
জোনাকি	—	ইলিকা দাস	১০৪
নেতাজী তোমাকে	—	অরিত্রিকা বসাক	১০৪
ভাষা	—	সমাদৃতা রায়	১০৯
আমরা নারী	—	আর্তি মণ্ডল	১০৯

ছোটদের লেখালেখি

বিড়াল — অংশুমান সাউ ৯৭

শৈশবের খাতা

অভ্যাস
স্নেহার্দ্র দাশগুপ্ত
৯৪

আমার চোখে লকডাউন
প্রত্যুষ চক্রবর্তী
৯৫

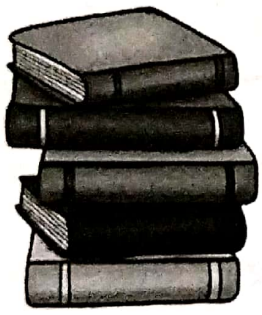

বই - পত্তর

শকুন্তলার সাথে
অনুত্তরা নন্দন

ভূতপতরীর দেশে
রূপকথা ঠাকুর

ছোটদের ঘোরাঘুরি

রূপনারায়ণের তীরে অপরূপ পিকনিক
পল্লব কুমার পাল ৯৮

আমার কাশ্মীর ভ্রমণ
অনুপ্রিয়া দাস
১০০

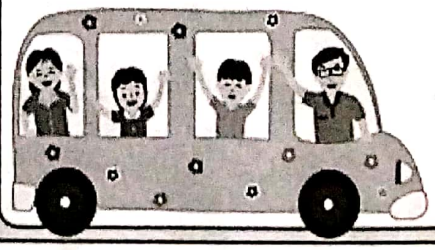

Scanned with OKEN Scanner

অটিজিম ও আমরা

চলো এগিয়ে চলি

সুমন গাঙ্গুলী ভট্টাচার্য

১১৭

রাতের লেখা

বিনায়ক রুকু

১১৯

বড়দের ছোটবেলা

ছোটবেলার দিনগুলি

ডঃ শঙ্কর ঘোষ ১২০

বিজ্ঞান মনস্কতা

এলেম কোথা থেকে

অয়ন ঘোষ ১২৭

রেসিপি মহল

ফ্রুট স্যালাড রেসিপি

নমিতা সাহা ১১০

থ্যালাসেমিয়া করব জয়

অমল কি থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ছিল?

সঞ্জীব আচার্য্য ১৪২

বড়দের কলমে

একটি ছোট্টমেয়ের কথা

—মিতা চট্টোপাধ্যায়

১০৬

সরাসরি সাক্ষাৎকার

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

অনুলিখন গোপাল দাস ১৩৮

খেলা জরুরী

আই. এস. এল ২০২২

মৃন্ময় ঘোষ ১৩৭

মুনি-ফান্টুসের গল্প

সত্যজিৎ রায়ের দেশে

মুনি ফান্টুস

দূর্বা গাঙ্গুলী

১২৯

Scanned with OKEN Scanner